Page -3

দৈনিক
THE DAILY BANGLADESH KANTHA
মাটি ও মানুষের
বাংলাদেশ কণ্ঠ
bangladeshkantha.com
ঢাকা ঃ বুধবার ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০২০ইং ঃ ০৬ ফাল্গুন ১৪২৬ বাংলা

বারি'তে আলুর উন্নয়নে প্রচলিত প্রজনন এবং জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আব্দুর রহমান,গাজীপুর প্রতিনিধি : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের জীব প্রযুক্তি শাখার উদ্যোগে আলুর উন্নয়নে প্রচলিত প্রজনন এবং জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্প্রতি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে প্রশিক্ষণে বারি'র বিভিন্ন কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র ও বিভাগের ২৬ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। বারি'র পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. এস. এম. শহিদুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. হাবিবুর রহমান শেখ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. মিয়ারুদ্দীন, পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. নাজিরুল ইসলাম। কর্মশালায় কন্দাল ফসল গবেষণায় জীবপ্রযুক্তির কার্যক্রম ও এর ভবিষ্যত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মোশারফ হোসেন মোল্লা। কর্মশালার উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বারি'র মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব বলেন, বর্তমানে আলুতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, এটা আমাদের জন্য আশীর্বাদ। অনেক সময় দাম কম হলেও ফলন বেশী হয় বলে কৃষকের আলু চাষ করতে বেশি আগ্রহী তবে এখন আমাদের নতুন জাতের চেয়ে ভাল মানের আলু উৎপাদন করতে হবে। আর এক্ষেত্রে আমরা জীব প্রযুক্তি বা টিস্যু কালচারের সাহায্য নিতে পারি। আমাদের প্রতিকূল আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে এমন জাতের আলু উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা করতে হবে। তাই আমি আশা করি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা এসব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করবেন।

Page-4

কৃষির কাগজ ঢাকা ■ মঙ্গলবার ■ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বারিতে প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের জীব প্রযুক্তি শাখার উদ্যোগে আলুর উন্নয়নে প্রচলিত প্রজনন এবং জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা গতকাল সোমবার কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বারির মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বারির পরিচালক (কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র) ড. এস এম শরিফুজ্জামান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ) ড. মো. মিরাজুদ্দীন, পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ) মো. হাবিবুর রহমান শেখ এবং পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ড. মো. নাজিমুল ইসলাম। বিজ্ঞপ্তি।

Page-4

আমাদের অর্থনীতি

বুধবার ● ০৬ ফাল্গুন ১৪২৬ ● ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণিজ্যিকভাবে লিলিয়াম চাষে নতুন সম্ভাবনা

ইউএনবি : ২] অপরূপ সৌন্দর্য, নজর কাড়া রং এবং ঘ্রাণের কারণে বিশ্বজুড়ে চাহিদার শীর্ষে রয়েছে লিলিয়াম ফুল। বিদেশে থেকে আমদানির পরিবর্তে এখন আমাদের দেশেই বাণিজ্যিকভাবে লিলিয়াম চাষের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করছেন কৃষি কর্মকর্তারা। ৩] আন্তর্জাতিকভাবে ফুল বাণিজ্যের দিক থেকে লিলিয়ামের অবস্থান চতুর্থ। আমাদের দেশেও প্রচুর আমদানি করা হয় এই ফুলটি। তবে আশার কথা এখন আর আমদানির জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে না। দেশেই বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা সম্ভব হবে জনপ্রিয় এই ফুল। ৪] বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের সফলতার গবেষণা মাঠে এখন ঝলমল করছে ১৫ রঙের লিলিয়াম ফুল। এতে উচ্ছ্বসিত সবাই। বিজ্ঞানীদের গবেষণা শেষে ফুল চাষিদের মধ্যে এর চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হচ্ছে। বাহারি জনপ্রিয় লিলিয়াম ফুল ব্যাপকভাবে চাষ করে ফুল চাষিদের পাশাপাশি এগিয়ে যেতে পারে আমাদের দেশ। ৫] ফুল গবেষণা কেন্দ্রের বিভাগীয় প্রধান ড. কবিতা আনজুমান আরা ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. ফারজানা নাসরীন খান জানান, প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ফুল নিয়ে গবেষণা করছে। এর মধ্যে নতুন সংযোজন হচ্ছে লিলিয়াম। বর্ণ বৈচিত্র্য ও ফুলদানিতে দীর্ঘস্থায়িত্বকাল বিবেচনায় আমাদের দেশে লিলি ফুলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের দেশে লিলি ফুল বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। ৬] সেজন্যই কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ২০১৫ সাল থেকে এর উপর গবেষণা শুরু করি এবং ইতোমধ্যে আমরা উৎপাদন ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের ওপর ব্যাপক সফলতা পেয়েছি। এখন আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, এই ফুলের বংশ বিস্তারে ভালো মানের কন্দ কীভাবে উৎপাদন করা যায় এবং বিদেশ থেকে আমদানি কমিয়ে নিজস্ব উৎপাদিত কন্দ দিয়ে কীভাবে ফুল ফোটাতে পারি। ৭] এরই মধ্যে গোলাপি, হলুদ, বেগুনি, সাদাসহ ১৫ রঙের লিলিয়াম ফুল ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন তারা। ফলে আনন্দের পাশাপাশি ব্যাপক সম্ভাবনার দিকে হাঁটছেন বারির বিজ্ঞানী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। তারা কন্দ সংগ্রহ, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধসহ প্রযুক্তিগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণায় সফল হয়েছেন। এ/জনা : সাদেক আলী

Page-4

আমাদের অর্থনীতি

বুধবার ● ০৬ ফাল্গুন ১৪২৬ ● ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

আমবাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত মালিক-ব্যবসায়ীরা

অর্থনীতি ডেস্ক : ২] জলবায়ু পরিবর্তন ও ভৌগোলিক কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম বাগানগুলোতে মুকুল আসতে আরও ২ থেকে ৩ সপ্তাহ সময় লাগবে। তাই আগাম পরিচর্যার পাশাপাশি আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর বাম্পার ফলনের আশা করেছেন বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা। ৩] এদিকে মুকুল ঝরা ও পোকার আক্রমণ ঠেকাতে নিয়ম করে কীটনাশক প্রয়োগসহ নানা পরামর্শ দিচ্ছেন কৃষি গবেষকরা। আমের রাজধানী বলা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জকে। এখানকার অর্থনীতির একটি বড় অংশ আসে আম বাণিজ্য থেকে। যেদিকে চোখ যায় ল্যাংড়া, ফজলি, গোপালভোগ, লক্ষণভোগসহ সারি সারি আম বাগান চোখে পড়বে সবার। ভৌগোলিক কারণে আরও সপ্তাহ দুয়েক পর বাগানগুলোতে আমের মুকুল আসা শুরু হবে। ৪] তবে সুবাস ছড়াচ্ছে মুকুলের মৌ মৌ গন্ধ। তাই আগাম পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত অনেক বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে গতবারের মতো এবারও লাভের আশা করছেন তারা। ৫] বেশি ফলনের আশায় আগাছা পরিষ্কার করে সেচ ও সার দিচ্ছেন বাগানগুলোতে। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ার পাশাপাশি শত্রু পোকার পোকার আক্রমণ নিয়ে জানান কয়েকজন বাগান মালিক ও ব্যবসায়ীরা। ৬] ফলন বাড়াতে সময়মতো কীটনাশক প্রয়োগের পরামর্শ দিচ্ছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. নজরুল ইসলাম। ৭] এ জেলায় প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমিতে ২ লাখ ৩৯ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ। সূত্র : সময়টিভি, গ্রন্থনা : সজেব আলী

ভোরের কাগজ ঢাকা ■ বুধবার ■ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

কৃষির আধুনিকায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণে মধু একটি নতুন সংযোজন

কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষির আধুনিকায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণে মধু একটি নতুন সংযোজন, যা আমাদের রপ্তানি বহুমুখীকরণে সহযোগিতা করবে। আগে মধু সীমিত আকারে উৎপাদন হলেও এখন বাণিজ্যিকভিত্তিতে মধু উৎপাদন শুরু হয়েছে। গত সোমবার রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) চত্বরে ৩ দিনব্যাপী জাতীয় মৌ মেলা-২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। মেলা উপলক্ষে বিএআরসি অডিটোরিয়ামে 'পুষ্টি নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মৌচাষ' বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ড. রাজ্জাক বলেন, জাপানে আমাদের মধু রপ্তানি হচ্ছে।

এ বছর ৪০০ টনের অর্ডার পাওয়া গেছে। এটা আমাদের জন্য খুশির খবর। আমাদের যারা মধু উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত, তারা অনেক নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন মধু উৎপাদন করছে। এছাড়া বিদেশি অনেক প্রযুক্তির মাধ্যমে মধু উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ করছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল মুঈদের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান ও বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইংয়ের সাবেক পরিচালক ড. সৈয়দ নূরুল আলম। স্বাগত বক্তব্য দেন ডিএইর হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক মো. কবির হোসেন। -বিজ্ঞপ্তি